সূচিপত্র

ইউরোপের নারী-স্বাধীনতা : একটু পেছনের ইতিহাস ৭

নারীবাদের হাঁড়ির খবর: শুভঙ্করের ফাঁকি ১১

পশ্চিমের চোখে নারী: আঁধারে ছেয়ে গেছে বেলা ১৮

কুরআনের চোখে নারী: জ্বলে রুপালি কিরণ ৩৫

সুপার উইমেন: যে নারী ‘প্রভু-হয়ে-উঠেছে’ ৪১

মানব-ধর্মে বাঁধা মন: কেমন আছে মুসলিম নারী ৪৯

‘আমি স্বামীর দাসী নই’ ৬২

ভুলে-যাওয়া দায়িত্ব: কে তারে পথ দেখাবে ৭৮

ইউরোপের নারী-স্বাধীনতা

একটু পেছনের ইতিহাস

শোষণের ভয়াল চিত্র

উনিশ শতকের ইউরোপ। ইতিহাসের সেই সময়টাতে ইউরোপের দেশগুলোয়, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে বসত এক ভিন্নধর্মী বাজার। যে বাজারের পণ্য ছিল কেবল নারী! আর বিক্রেতা? বিক্রেতা সেই নারীর স্বামী নিজেই![১] ইংরেজিতে যেটাকে বলে 'ওয়াইফ সেলিং'।

ইউরোপের বর্বর স্বামীরা দাম্পত্যজীবনে অতিষ্ঠ হলে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথা ভাবত না। কারণ বউকে বেচে দেওয়াটাই ছিল বেশি লাভের! তাতে ধার-দেনা কিছু থাকলে শোধ করার সুযোগ পাওয়া যেত। এরকম আরও অনেক বর্বর প্রথার প্রচলন ছিল তখন পশ্চিমে। ভাবতে পারেন নারী-সমাজের অবস্থা তখন কতটা নাজুক ছিল!

রেগে গেলে স্বামী তার স্ত্রীকে শাস্তি দিত বিশেষ এক উপায়ে। 'ঘ্যানঘ্যান-করা' এসব মহিলার (nagging woman) শাস্তি একটাই—মুখে একপ্রকার লাগাম পরানো হতো; যার নাম স্কল্ড'স ব্রাইডল। মাথায় পরানো হতো লোহার তৈরি খাঁচা। এর ভেতরে আলাদা একটুকরা লোহা জুড়ে দেওয়া থাকত। সেটা টেনে এনে লাগিয়ে দেওয়া হতো চোয়ালের সাথে। ব্যস! এবার চুপটি মেরে থাকো। এভাবে ঘণ্টার পর

---

[১] ERIN BLAKEMORE (AUG 22, 2018) *English Men Once Sold Their Wives Instead of Getting Divorced* [www.history.com]

ঘণ্টা জনসম্মুখে দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। নারীর রাগী কণ্ঠকে তুলনা করা হতো কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকের সঙ্গে।[২]

শোষণ-বর্বরতার নিদারুণ সব চর্চা ছিল তখনকার ইউরোপে। সমাজের নিচুশ্রেণির নারীদের বেলায় এসে বর্বরতার মাত্রা আরও বেড়ে যেত। প্রশ্ন হলো—এসব বর্বরতা থেকে পশ্চিমা নারী সমাজের মুক্তি মিলবে কী করে? এটা তো স্বাভাবিক, তারা নারী-পুরুষের মাঝে ইনসাফের পথ খুঁজবে; মানুষ হিসেবে নিজের অধিকারটুকু বুঝে পাওয়ার উপায় তালাশ করবে। কিন্তু কে দেবে তাকে সত্যিকারের ইনসাফের সন্ধান? সেই অধিকারের নিশ্চয়তা? নিঃসন্দেহে সেই নিশ্চয়তা দিতে পারে কেবল রবের ওহি—যাকে পুরুষরা বিনাবাক্যে মাথা পেতে মেনে নেবে। প্রয়োজন এমন এক সার্বজনীন জীবনব্যবস্থার, যার ব্যাপারে একমত হবে নারী-পুরুষ উভয়েই।

‘ধর্ম’ তারে ফিরিয়ে দিলো

ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা নারীরা তাদের ধর্মীয় বিধানের আশ্রয় নিল। কিন্তু তারা দেখতে পেল—তাদের সে বিকৃত ধর্ম নারীকে মুখবুজে থাকার নির্দেশ দিচ্ছে। নারীর জন্য অনুমতি নেই পুরুষকে কিছু বলার বা কোনোরূপ আবদার করার। কারণ, সে ‘হাওয়া’র জাতি; যে কিনা মানুষের আদিপাপের জন্য দায়ী। এই হাওয়াই তো শয়তানের প্ররোচনায় প্রথমে নিজে বিভ্রান্ত হয়েছে, পরে বিভ্রান্ত করেছে আদমকে। ‘সমস্ত পাপের গোড়া সে’। মানবজাতির যত দুঃখ-যাতনা আছে, আছে যত সংকট, রোগ-শোক-মৃত্যু সেসবের মূল হোতা সে। আর এ-কারণেই ধর্মীয় বিধান আরোপ করে স্রষ্টা নারীদের শাস্তি দিয়েছেন। সন্তানধারণের মতো কষ্টকর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাচ্ছেন। আর পুরুষ জাতিকে দিয়ে রেখেছেন নারীর খবরদারির দায়িত্ব। ইউরোপের নারীরা তাদের ধর্মগ্রন্থ পড়ে জানতে পারল—তাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে পুরুষের জন্য। ফলে স্ত্রী-কন্যাকে বিক্রি করে দেওয়াটা পুরুষের জন্য বেআইনি কিছু নয়! চলুন খ্রিষ্টধর্মের ‘পুরোহিতদের’ মুখেই শুনি নিই—

১. নিউ টেস্টামেন্টে টিমোথিকে লেখা সেন্টপলের চিঠিতে আছে :

“নারীর কাজ চুপচাপ থেকে ভদ্রভাবে শিক্ষা গ্রহণ করা। অন্যকে শেখানো কিংবা

[২] Wikipedia contributors. (2021, October 2). *Wife selling (English custom)*. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 16:14, November 3, 2021

নারীবাদের হাঁড়ির খবর

শুভঙ্করের ফাঁকি

নারীবাদী স্লোগানগুলোর সারকথা অনেকটা এরকম:

১. পুরুষকে বিশ্বাস করা যাবে না কখনোই। নির্ভরশীল হওয়া যাবে না তাদের ওপর; বরং নারীকেই হতে হবে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বী। সবখানে, সবকিছুতে পুরুষের সাথে তাকে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। উদাহরণস্বরূপ : নারীবাদী একটি স্লোগান—"নারীর কোনো দেশ নাই" (মানে সবাই নারীর বিপক্ষে; তাকে টিকে থাকতে হবে নিজের যোগ্যতায়।)

২. নারীর জন্য উচিত নয় কোনো পুরুষের পেছনে তার শক্তি-সামর্থ্য কিংবা আয়-উপার্জন খরচ করা। তার উপার্জনের একমাত্র ভোক্তা হবে সে নিজে এবং নারীজাতি।

৪. নারীর ওপর কারও কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। সে কারও দুয়ারে ধরনা দেবে না। স্বামী-বাবা-ভাই কিংবা সন্তান—কাউকেই তার প্রয়োজন নেই!

৫. আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারাতেই নারীর আসল সম্মান। নারীর খরচের দায় যখন অন্য কেউ মেটাবে, সে তখন তার সম্মান হারাবে। পরিণত হবে অপরের দাসীতে। কাজেই, নারীকে টাকা-পয়সার দিক দিয়ে স্বাধীন হতে হবে।

অবশ্য বুদ্ধিশুদ্ধি আছে এমন কিছু নারী এসব স্লোগানে আপত্তি তোলে। তাদের প্রশ্ন:

১. আর্থিক বিচারেই যদি নারীকে মূল্যায়ন করা হয়, তবে সন্তান লালন-পালন করবে কে?

পশ্চিমের চোখে নারী

আঁধারে ছেয়ে গেছে বেলা

(১)

নারী নয় সে, 'যৌনপণ্য'

পরিবারের সাথে থাকে কিংবা একাকীই থাকে এমন কোনো 'স্বাধীনচেতা' মেয়ে। নিজের পড়াশোনা-থাকা-খাওয়ার খরচটা সে নিজেই চালাতে চায়। কিন্তু তার আয়ের কোনো বন্দোবস্ত নেই। এখন তবে সমাধান কী?

'নারী-স্বাধীনতার' দেশগুলোতে এর একটা সমাধানের চিত্র এমন—বাপের বয়সি কোনো এক ধনী-ব্যবসায়ী-পুরুষের যৌনসঙ্গী হবে সে। বাংলায় যাকে বলে 'রক্ষিতা'। বিনিময়ে তাকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হবে। সহজ কথায় 'যৌনশ্রমের' বিনিময়ে উপার্জন। পশ্চিমের ভাষায়—পার্টটাইম জব।

একটা ইন্টারভিউ দেখলাম।[১] সাক্ষাৎকারদাতা অর্থাৎ যার ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে তার এরকম ছয়জন ভাড়াকরা-যৌনসঙ্গী আছে। সে বলছে, "এভাবে বেশ কয়েকজন তরুণীকে একসাথে ভোগ করতে পারা বিয়ের চেয়ে বেশি আনন্দের। সুন্দরী একজন নারীকে সঙ্গে নিয়ে পার্টি বা অনুষ্ঠানে যাওয়া নিজের-সঙ্গে-দৃষ্টিনন্দন একটা গাড়ি থাকার মতোই আভিজাত্যের।" তার কাছে এটাই নারীর মূল্য।

---

[১] Dr. Eyad Al-Qunaybi (Dec 30, 2019), استئجار الفتيات - القناة الرسمية | الدكتورإياد قنيبى, YouTube.

এভাবে যৌন-সেবা দেওয়ার জন্য ইউরোপের দেশগুলোতে বসানো হয় প্রকাশ্য-বাজার। আর অনলাইনে এই 'সেবার' পরিধি কতটা বিস্তৃত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রক্ষিতা-পেশায় নিয়োজিত তরুণী এবং তাদের খদ্দের-পুরুষদের সংখ্যা-প্রকৃতি নিয়ে বিশদ আকারের বেশকিছু পরিসংখ্যানও প্রকাশিত হয়েছে।[২]

অবাক-করা তথ্য হলো—এসব যৌন-সেবাদাত্রীদের যারা ভোগ করে, বিকিকিনি করে, তাদের অধিকাংশ কারা জানেন? শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক কিংবা ওপরের সারির কর্মকর্তা।

(২)

আপনারা হয়তো এতক্ষণে বিরক্ত হয়ে গেছেন এই লোকের কথা শুনে। এটা কেমন কথা! নারীকে নেহাত পণ্য হিসেবে দেখছে এই লোক! বিরক্তি আসারই কথা। কিন্তু এটা কেবল ওই লোকের নিজস্ব কোনো দৃষ্টিভঙ্গি না। পশ্চিমে নারীকে মূল্যায়নই করা হয় পণ্য (object) হিসেবে।

এক জরিপে কয়েকজন আমেরিকানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নারী-পুরুষের কোন গুণগুলোকে তারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়? উত্তরে তারা পুরুষের বেলায় বিশ্বস্ততা, নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর জোর দিয়েছে। বিপরীতে নারীর বেলায় তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করেছে শারীরিকভাবে আকৃষ্ট করার ক্ষমতাকে।[৩]

তার মানে নারীর সম্মান সেঁটে আছে কেবল দৈহিক আকর্ষণের মাঝেই! নারীর প্রতি এমন দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিতভাবেই একটি মানসিক রোগের দিকে ঠেলে দেয়। পশ্চিমারা এর নাম দিয়েছে—'সেক্সুয়াল অবজেক্টিফিকেশান অব উইমেন'। যার মানে হলো, নারীকে কেবল যৌনতার মধ্য দিয়ে দেখা। সমস্ত পরিচয় ছাপিয়ে তার কেবল একটা পরিচয় মুখ্য করে তোলা—যৌনবস্তু।[৪]

---

[২] Statistics Analysis of Dating Sugar Baby, SugarBabiesOnline.com

[৩] KIM PARKER, JULIANA MENASCE HOROWITZ AND RENEE STEPLER (DECEMBER 5, 2017), Americans see different expectations for men and women, Pew Research Center

[৪] Wikipedia contributors. (2021, July 15). Self-objectification. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 22:34, October 26, 2021

(১২)

মা নয়, যেন জল্লাদ

পার্টনারের হাতে অপমান-নির্যাতনের শিকার হওয়ার পর নারী তার অতীত স্মৃতি সব মুছে ফেলতে চায়। সে এমন কিছু সাথে বয়ে বেড়াতে নারাজ যা তাকে কষ্টদায়ক অতীতের কথা করিয়ে দেয়। আর এর প্রথম বলি হয়—গর্ভে থাকা প্রেমিকের সন্তানটি! আমেরিকার রোগনিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলছে—গর্ভপাত-করা অধিকাংশ নারীই অবিবাহিত।[১]

আমেরিকাতে প্রতি বছর কমসেকম ১০ লাখ গর্ভপাতের ঘটনা ঘটে। এর তিন ভাগের এক ভাগই হয় গর্ভধারণের ৬ সপ্তাহ পরে।[২] তার মানে গর্ভে ততদিনে প্রাণ এসে গেছে! আর এ ধরনের গর্ভপাত তো স্রেফ হত্যাকাণ্ড। প্রযুক্তি এখন ভ্রূণহত্যাকে আরও সহজ করে দিয়েছে। মিডিয়া ব্যাপারটিকে উপস্থাপন করছে গর্ভধারিণীর 'একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা' হিসেবে। একইসাথে দেওয়া হয়েছে আইনি বৈধতাও।

সম্মানিত পাঠক, গর্ভপাতের ব্যাপারটি আপনি কল্পনা করতে পারছেন তো? এর কোনো চিত্র আপনাকে দেখনোর সাহস আমার নেই। খুবই ভয়াবহ! করুণ। আমি আপনাকে কিছু পরিভাষা বলছি। তাতে বাস্তবতা কিছুটা আঁচ করতে পারবেন। আর আপনার সহনক্ষমতা বেশি হলে ইউটিউব থেকে ভিডিও দেখে নিতে পারেন।

গর্ভপাতে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি হলো—ডিলেশন অ্যান্ড এভাকুয়েশন। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক বিশেষ কিছু যন্ত্রের সাহায্যে ধারাবাহিকভাবে রিপিং, ব্রেকিং, সাকশন এবং অবশেষে ইনজেকশন করেন। তার মানে, গর্ভে থাকা সন্তানটিকে কেটে টুকরো টুকরো করে বাইরে বের করা হয়। কতটা বর্বর!

গর্ভপাতের আরও কিছু পদ্ধতি আছে। যেমন: প্রোস্টাগ্লানডিন, সল্ট ইত্যাদি। সবগুলো পদ্ধতি ওই একই কাজ করে। আর তা হলো: মানবহত্যা! হৃদপিণ্ড যার সচল, সে ব্যথা অনুভব করে। আঘাতে কষ্ট পায়। এ যেন চিকিৎসকের মহড়ায়, আইনি ছত্রছায়ায়, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তায় ঠান্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ড! আশঙ্কার খবর হলো—মুসলিম দেশগুলোসহ পুরো বিশ্বেই হু হু করে বাড়ছে গর্ভপাতের হার।

---

[১] Ibid

[২] U.S. Abortion Statistics [abort73.com]

কোনো এক সকাল বেলা আপনি যদি পশ্চিমের হাসপাতালগুলোতে ঢুঁ মারেন, করিডরের বারান্দায় কিছু ময়লার ঝুরি রাখা দেখবেন। গর্ভপাতের পর শিশুদেহের টুকরো অংশগুলো সেসব ঝুরিতে ফেলা হয়। এগুলোকে ওরা বলে 'মানবময়লা' (human garbage)।

সন্তান জন্মদানের পর যেসব নারী তা লালন-পালন করতে অনিচ্ছুক, পশ্চিমে তাদের জন্য রাস্তার পাশে রেখে দেওয়া আছে একপ্রকার বিশেষ বাক্স। বাচ্চাগুলোকে ডাস্টবিনে না ফেলে যাতে সেসব বাক্সে রেখে দেওয়া হয়। 'স্বাধীন' সেই নারীরা আরও বেশি স্বাধীনতা নিয়ে সেসব বাক্স অহরহ ব্যবহার করে।

না! এখানেই শেষ নয়। বর্বরতার মাত্রা ছাপিয়ে গেছে বর্বরতাকেও। সন্তান প্রসব করার পর জন্মদাতা নারী যদি সন্তানকে জীবিত না রাখতে চায়—তবে সেই নবজাতককে হত্যা করাও আইনির দৃষ্টিতে দোষের কিছু নয়![৩] এটাকে বলে—'আফটার-বার্থ অ্যাবোর্শন' তথা জন্ম-পরবর্তী গর্ভপাত। ওদের যুক্তি, ভ্রূণ আর নবজাতকের মাঝে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। ফলে যেই যুক্তিতে গর্ভপাত করা বৈধ, সেই যুক্তিতে আফটার-বার্থ অ্যাবোর্শনও বৈধ![৪] পশ্চিমা সভ্যতা আমাদেরকে আর কতদূর নিয়ে থামবে, ভেবে দেখেছেন?

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

> "জীবন্ত-পুঁতে-ফেলা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হবে—কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল।"[৫]

জাহিলি যুগে আরবের কোনো কোনো গোত্রে ছিল এই প্রথা—কন্যাসন্তান জন্ম নিলে জীবন্ত মাটিচাপা দেওয়া হতো। সেই বর্বরতা ফিরে এসেছে একুশ শতকের 'সভ্য' পৃথিবীতেও। পার্থক্য এতটুকু, তখন সেটা ছিল কোনো কোনো গোত্রে। আর এখন পুরো পৃথিবীতে। তখন সেটা ছিল স্রেফ রীতি বা প্রথা। আর এখন সেটা আইন।

আরেকটা পার্থক্য এই—এখনকার শিশুকে মরতে হচ্ছে শিক্ষিত, সাদা-এপ্রোন-পরা ডাক্তারের হাতে। সৌভাগ্যের বৈকি! আসল কথা হলো, এটা একটা দীর্ঘ পরিকল্পনার

[৩] https://web.facebook.com/watch/?v=3412701212088503

[৪] Giubilini A, Minerva F (2013), After-birth abortion: why should the baby live? Journal of Medical Ethics 2013; 39:261-263.

[৫] সূরা তাকভীর, ৮১ : ৮-৯।

কুরআনের চোখে নারী

জ্বলে রুপালি কিরণ

প্রিয় পাঠক, নারীমুক্তি আন্দোলনের আড়ালের চিত্র কিছুটা দেখলাম আমরা। এসব মাথায় রেখে আমরা এবার পবিত্র কুরআনের কাছে যাব।

মহান আল্লাহ্ তাআলা বলছেন—

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ أَنْفَقُوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

> "পুরুষরা নারীদের পরিচালক, কারণ আল্লাহ্ তাদের একদলকে অপরদলের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের সম্পদ (নারীদের জন্য) খরচ করে।"[১]

তিনি আরও বলেন,

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

> "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের সহযোগী—তারা ভালো কাজের আদেশ দেয়, খারাপ কাজে বাধা দেয়।"[২]

---

[১] সূরা নিসা, ৪ : ৩৪।

[২] সূরা তাওবা, ৯ : ৭১।

সুপার উইমেন

যে নারী ‘প্রভু-হয়ে-উঠেছে’

নবিজি বহুকাল আগেই বলে গেছেন মুসলিমরা সকল ক্ষেত্রে আহলে কিতাবদের অনুকরণ করতে চাইবে। তাঁর ভাষায়—

لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَّذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَّسَلَكْتُمُوْهُ

> “তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ অনুসরণ করবে, প্রতি বিঘতে বিঘতে এবং প্রতি গজে গজে। এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তেও ঢোকে, তবে তোমরাও তাতে ঢুকবে।”

সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, ইয়াহূদি ও খ্রিষ্টানদের?”

রাসূল ﷺ বললেন, “তবে আর কাদের?”[১]

খেয়াল করুন, রাসূল ﷺ বলেছেন—গুইসাপের গর্তে ঢুকলেও আমরা তাদের অনুসরণ করতে চাইব। তার মানে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গুরুতর বিষয়েও মুসলিমরা তাদের পিছুপিছু ছুটবে; নিজেই নিজের ‘প্রভু-হয়ে-ওঠার’ বাসনা নিয়ে পশ্চিমকে অনুসরণ করবে। ‘নিজেই নিজের প্রভু-হয়ে-ওঠা’—ব্যাপারটা আসলে কী? আমরা প্রথমে এর স্বরূপ ও পরিণতি বোঝার চেষ্টা করব। তারপর দেখব মুসলিম নারীরাও

---

[১] বুখারি, ৩৪৫৬।

কীভাবে এ পথে পা বাড়াচ্ছে।

শুরুতেই জেনে নেব এ-বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআলা কী বলেছেন—

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ

> “তুমি কি তাকে দেখেছ—যে নিজের খেয়ালখুশিকে তার ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে?”[২]

তিনি আরও বলেছেন,

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ ﴿٧٧﴾

> “আচ্ছা, মানুষ কি ভেবে দেখেনি—আমি তাকে সৃষ্টি করেছি একফোঁটা বীর্য থেকে? আর এখন কিনা সে স্পষ্টভাষী তর্কবিদ হয়ে উঠেছে!”[৩]

প্রবৃত্তির অনুসরণের মাধ্যমে মানুষ মূলত নিজেকে প্রভুর আসনে বসায় নিজের অজান্তেই। আমিই আমার প্রভু! জীবন আমার, শরীর আমার...সিদ্ধান্তও আমার। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাকে রবের সাথে ‘স্পষ্টভাষী তর্কবিদ’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন হলো, মানুষের এই ‘প্রভু দাবি’র সাথে পশ্চিমা-সমাজের সম্পর্কটা কী? আমরা দেখতে পাই, নিজেকে ‘প্রভু দাবি’র সূচনাটা হয়েছে মূলত আহলে কিতাবদের হাত ধরেই। এর শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় তাদের ইতিহাসেই। তাদের বিকৃত কিতাবগুলোতে ইলাহকে চিত্রিত করা হয়েছে মানুষের মতোই। তিনি গড়নে-বলনে-আচরণে মানুষের মতোই! খানপিনা করেন, ঘুমান, আবার মানুষের মতোই ক্লান্ত হন। কণ্ঠও তার মানুষের মতোই।[৪] আধুনিক-মানুষ এক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলে, সৃষ্টিকর্তার সবকিছু যদি আমার মতোই হয়, তাহলে আমার জীবনের সিদ্ধান্তগুলো কেন একজন ‘মানবীয় সত্তা’ নেবে?

---

[২] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৪৩।

[৩] সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭৭।

[৪] ওল্ড টেস্টামেন্ট- ৩/২২, ২/১৬-১৭।

মানব-ধর্মে বাঁধা মন

কেমন আছে মুসলিম নারী

প্রিয় পাঠক, এবার আপনাকে নিয়ে যাব মুসলিম-সমাজের নারীদের কাছে। তাদের অবস্থাও কি এর চেয়ে ভিন্ন কিছু হওয়ার কথা? পশ্চিমের ফাঁদা অন্ধকার-গর্তে কি তারাও পা দেয়নি? যেমনটা বলে গিয়েছেন নবিজি ﷺ। পশ্চিমকে দুনিয়াব্যাপী ছড়ি ঘোরাতে দেখে, নেতৃত্বের মগডালে বসে পা দোলাতে দেখে মুসলিম-নারী বিভ্রান্ত হয়েছে। সে পশ্চিমা নীতিনৈতিকতা, চিন্তাকাঠামো ও মাপকাঠিকে হুবহু ধারণ করেছে। ফলে ইউরোপের নারীদের মতো সে-ও নিজেকে বসাতে চেয়েছে 'প্রভুর আসনে'। পশ্চিমা নারীদের মতো মুসলিম-সমাজের নারীদেরকেও ধরন বিবেচনায় কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

ক. মুসলিম-সমাজে এমন কিছু নারী আছে যারা আল্লাহ তাআলার-দেওয়া-শারীআতকে আন্তরিকতার সাথে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দেওয়া আইন-কানুন সে মন থেকে পছন্দ করে। সেগুলো পালনে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

খ. কিছু বোন আছে যারা হয়তো বাহ্যিকভাবে কোনো গোনাহে জড়িয়ে আছে। তবে তারা এই গোনাহকে পাপকাজ বলেই মনে করে। গোনাহের জন্য অনুশোচনা করে। আল্লাহ তাআলার দাসত্বকে স্বীকার করে।

গ. কিছু বোন আছে—যারা আল্লাহ তাআলার শারীআতের প্রয়োজনীয়তা, এর কার্যকারিতা স্বীকার করেন। কিন্তু আল্লাহর কিছু বিধানের অপপ্রয়োগ নিয়ে আপত্তি তোলেন। যেমন—ক্বিওয়ামা তথা পুরুষের অভিভাবকত্ব ও কর্তৃত্বের অপব্যবহার,

সত্যায়ন
প্র কা শ ন

আমাদের প্রকাশিত সেরা বইগুলো

	বই	লেখক	বিষয়বস্তু	সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য
০১	কুরআন থেকে নেওয়া জীবনের পাঠ	আরিফ আজাদ	তাদাব্বুর, কুরআনের সৌন্দর্য, আত্ম-উন্নয়নমূলক	৩৩০
০২	ছোটদের ঈমান সিরিজ	হোসাইন-এ-তানভীর	সঠিক গল্পে ঈমান সিরিজ	৯৬০
০৩	ছোটদের প্রিয় রাসূল	হোসাইন-এ-তানভীর	গল্পাকারে ছোটদের বিশুদ্ধ সীরাত	৮৫০
০৪	ছোটদের আদব সিরিজ	হোসাইন-এ-তানভীর	গল্পে গল্পে আদব সিরিজ	৮৫০
০৫	ছোটদের আখলাক সিরিজ	হোসাইন-এ-তানভীর	গল্পাকারে চমৎকার আখলাক সিরিজ	৮৫০
০৬	আমার দুআ আমার যিকর (ফ্ল্যাশকার্ড)	হোসাইন-এ-তানভীর	দুআ কার্ড	১৫০ নির্ধারিত
০৭	আমার সারাদিন (ছেলে)	হোসাইন-এ-তানভীর	ছোটদের সারাদিন	১৫০
০৮	আমার সারাদিন (মেয়ে)	হোসাইন-এ-তানভীর	ছোটদের সারাদিন	১৫০
০৯	শিশুমনে ঈমানের পরিচর্যা	ড. আইশা হামদান	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)	৩০০
১০	সন্তান গড়ার কৌশল	জামিলা হো	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)	১৫০
১১	সন্তানের ভবিষ্যৎ	ড. ইয়াদ কুনাইবি	প্যারেন্টিং (সন্তান প্রতিপালন)	২৫০
১২	কিয়ামুল লাইল	শাইখ আহমদ মূসা জিবরিল	তাহাজ্জুদের গুরুত্ব	৪৭
১৩	ডাবল স্ট্যান্ডার্ড-২.০	ডা. শামসুল আরেফীন	ইসলামের সৌন্দর্য ও ফেমিনিজমের অসারতা	৩৯২

৩৩	ডেইলি প্ল্যানার (৬টি ভিন্ন ভিন্ন কালার)	হামিদ সিরাজী	প্রোডাক্টিভিটি	১৫৭
৩৪	রবের আশ্রয়ে	হাফিজ আল মুনাদী	দুআ ও রুকইয়া	২৮৪
৩৫	ফী আমানিল্লাহ	হাফিজ আল মুনাদী	দুআ ও রুকইয়া	৪২
৩৬	অনুসন্ধান	শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ	সংশয় নিরসন	২২০
৩৭	সবর ও শোকর	ইমাম ইবনু কায়্যিম জাওযিয়্যাহ ﵀	আত্ম-উন্নয়নমূলক	১৯৫
৩৮	সালাত	শাইখ আহমদ মূসা জিবরিল	আত্ম-উন্নয়নমূলক	১২৫
৩৯	কারাগারে চিঠি	ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা-﵀	অনুপ্রেরণামূলক	২১০
৪০	হিজাবের বিধিবিধান	শাইখ আবদুল আযীয তারীফি	পর্দার গুরুত্ব	২৭০
৪১	পারিবারিক সংকটে নবিজির উপদেশ	ড. ইয়াদ কুনাইবি	পরিবার	১০০
৪২	খোঁপার বাঁধন	আরিফুল ইসলাম	অনুপ্রেরণামূলক	২০৫
৪৩	রঞ্জু মামার টেলিস্কোপ	আলী আব্দুল্লাহ	কিশোর উপন্যাস	১৮৪
৪৪	মুসলমানের ঘর	শাইখ ওয়াজদি গুনাইম	পরিবার ও অনুপ্রেরণামূলক	৭৫
৪৫	বিশ্বাসের স্বাধীনতা	মাওলানা মামুনুর রশীদ, মুজাহিদুল ইসলাম	সংশয় নিরসন	২০৫
৪৬	নিজেকে এগিয়ে নিন	ইমাম ইবনু রজব হাম্বালি ﵀	অনুপ্রেরণামূলক	১৬৫
৪৭	মুচকি হাসা সুন্নাহ	মাওলানা আফজাল ইসমাঈল	মজার ঘটনা	৩১৫
৪৮	পরিমিত খাবার-গ্রহণ	শাইখ আবদুল মালিক আল-কাসিম	ইসলামি শিষ্টাচার	১৭০
৪৯	ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূলনীতি	সাইয়্যিদ কুতুব ﵀	সংশয় নিরসন আত্ম-উন্নয়নমূলক	৩৮০
৫০	আমল ধ্বংসের কারণ	শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম নাঈম ﵀	কবীরা গুনাহ আত্ম-উন্নয়নমূলক	২০০
৫১	দরজা খুলুন আসমানের	শাইখ ড. মুহাম্মাদ ইবনু ইবরাহীম নাঈম ﵀	আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল	৩৫০